ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কাজলের আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল

পৃঃ ৫

আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের হারের দিনে রোনালদোর জয়োৎসব

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩১৫ ● কলকাতা ● ০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ২১ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর নিজের হাতে তৈরি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রতি বছরের মত এবছরও কলকাতা বিমানবন্দরের পাশে নিউ ব্যারাকপুর ১৮নং ওয়ার্ডের বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী নিজের হাতেই অপরূপ মাতৃপ্রতিমা নির্মাণ করেছেন। নবমী তিথিতে সারাদিন মায়ের পূজা হবে । মাকে তিন প্রকার মাছের ভোগ নিবেদন করা হয় । এখানের বিশেষত্ব এই যে মায়ের মহাস্নানে সপ্ত সাগরের জলে সম্পন্ন হয় ।

কেন্দ্রের 'বিকশিত ভারত সংকল্প'

যাত্রার ফয়দা পেতে চায় বিজেপি

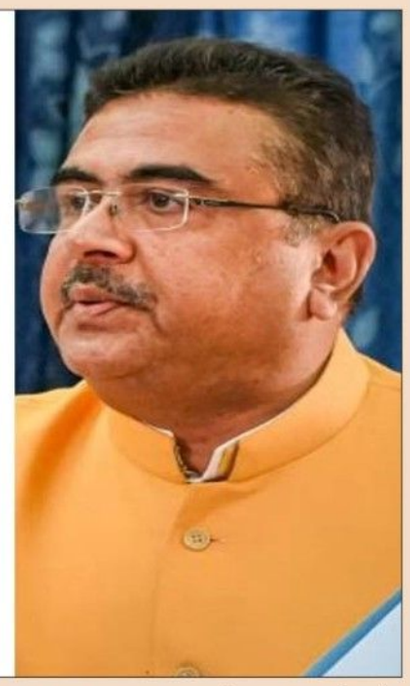

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারের 'বিকশিত ভারত সংকল্প' যাত্রার সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রের লক্ষ্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। ঠিক হয়েছে, নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের গ্রামীণ এলাকায় ঘুরবে এই যাত্রা। প্রথমে তফসিলি অধ্যুষিত ৬৮টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চলবে এই কর্মসূচি।বিজেপির তরফে এই কর্মসূচির জন্য সর্বভারতীয় স্তরে তিন সাধারণ সম্পাদককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিনোদ তাওড়ে, তরুণ চুখ এবং সুনীল বনসল এই সরকারি কর্মসূচি দলের পক্ষে দেখবেন। প্রসঙ্গত, সুনীল এখন বাংলার দায়িত্বে। তবে বাংলার কোথায় কোথায় যাত্রা যাবে এবং কবে যাবে তার বিস্তারিত নির্দেশ রাজ্য নেতৃত্বের কাছে আসেনি। তবে ইতিমধ্যেই দলের তিন তফসিলি সাংসদ কুনার হেমব্রম, খগেন মুর্মু, জন বার্লাকে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বার্লা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ায় তাঁকে বেশি করে ব্যবহারের পরিকল্পনাও রয়েছে বিজেপির। তবে এ নিয়ে দলের নেতারা কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্যই সরকারের এই কর্মসূচি। শাসকদল হিসাবে তা সফল করার দায়িত্ব তো নিতেই হবে। বিস্তারিত নির্দেশ এসে গেলে সবাই জানতে পারবেন।"এর পরে বাকি এলাকায়। প্রথম পর্বে বাংলার ১২টি লোকসভা এলাকায় এই যাত্রা পৌঁছনোর কথা।

পশ্চিমবঙ্গে কবে আসবে এই যাত্রা, এখনও তার সূচি তৈরি হয়নি। তবে তার আগেই এই কর্মসূচি থেকে কতটা রাজনৈতিক লাভ তোলা যায় তার নির্দেশ কেন্দ্রীয় বিজেপির

এরপর ৩ পাতায়

কৃষি সমবায়ের 'পাসওয়ার্ড'

বাকিবুরের হাতেই! চাঞ্চল্যকর তথ্য ইডির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের একাধিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির চাবিকাঠি প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের হাতে। সমিতিগুলির আইডি ও পাসওয়ার্ড জানতেন বাকিবুর! এমনকী সেগুলির নিয়ন্ত্রণও ছিল এই ব্যবসায়ীর হাতে। সেই সুবিধা নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো ভুয়ো কৃষকদের নাম ঢোকানো হত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির তালিকায়। যদিও সমবায়ের রেকর্ডে দেখানো হত, কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রেই ভুয়ো কৃষকদের নামের তালিকা তৈরি করা হত। কোন কৃষকের নামে ধান বিক্রির কত টাকা অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে, সেই তথ্যের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকত সেই বাকিবুরের হাতেই। একই সঙ্গে ইডির গোয়েন্দারা এও খতিয়ে দেখছেন যে, বাকিবুরের 'সহযোগী' বলে পরিচিত চন্দক ভাইদেরও এই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির আইডি বা পাসওয়ার্ডও বাকিবুরের কবজায় ছিল কি না। ইতিমধ্যেই এজেসি বোস রোডে চন্দক পরিবারের সংস্থা অঙ্কিত ইন্ডিয়ায় তল্লাশি চালিয়ে ইডি ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে।এই পদ্ধতিতে রেশন বণ্টনের নামে কোটি কোটি টাকা তছরূপ করেছেন বাকিবুর ও তাঁর সঙ্গীরা, এমনই অভিযোগ

এরপর ৩ পাতায়

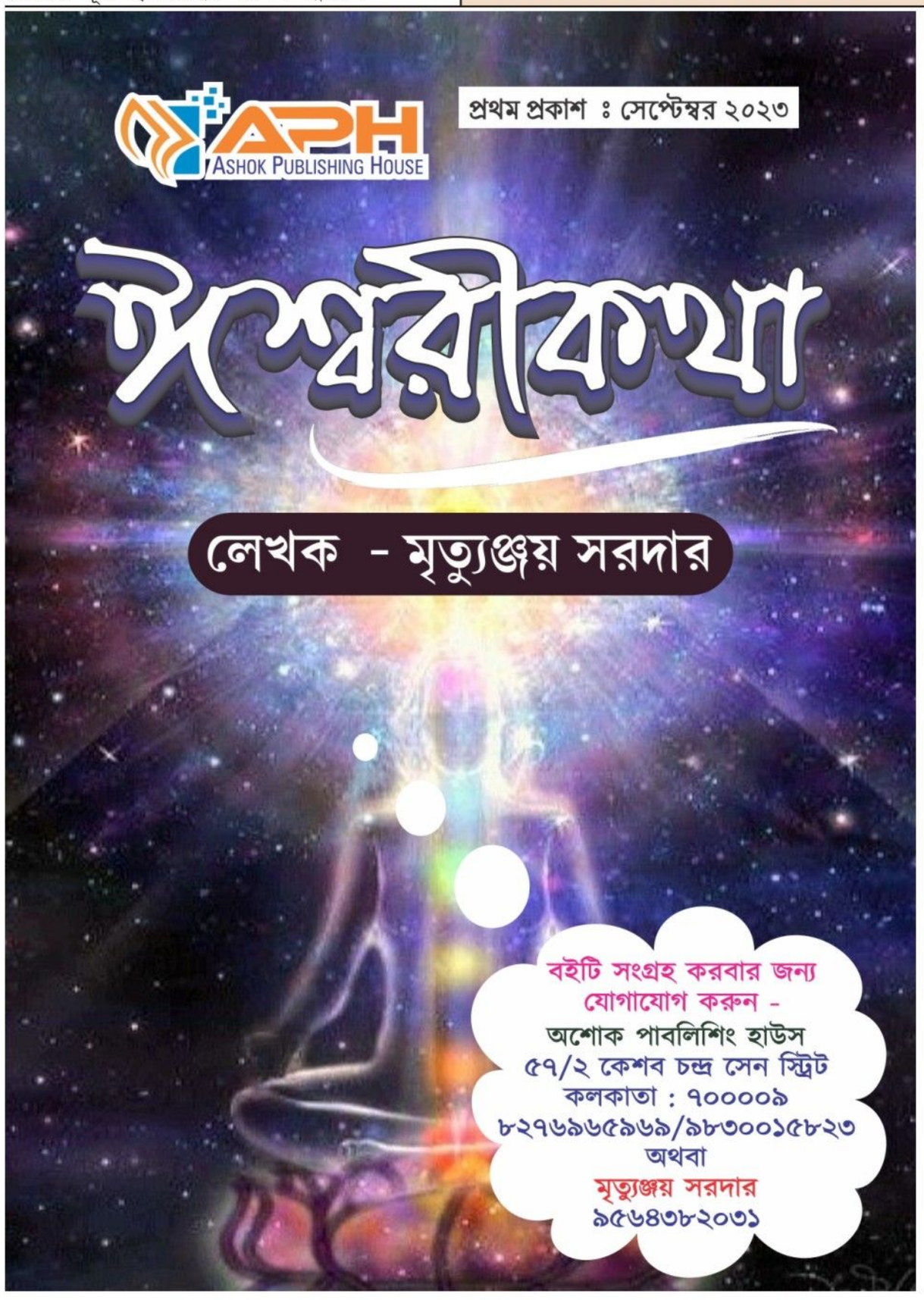

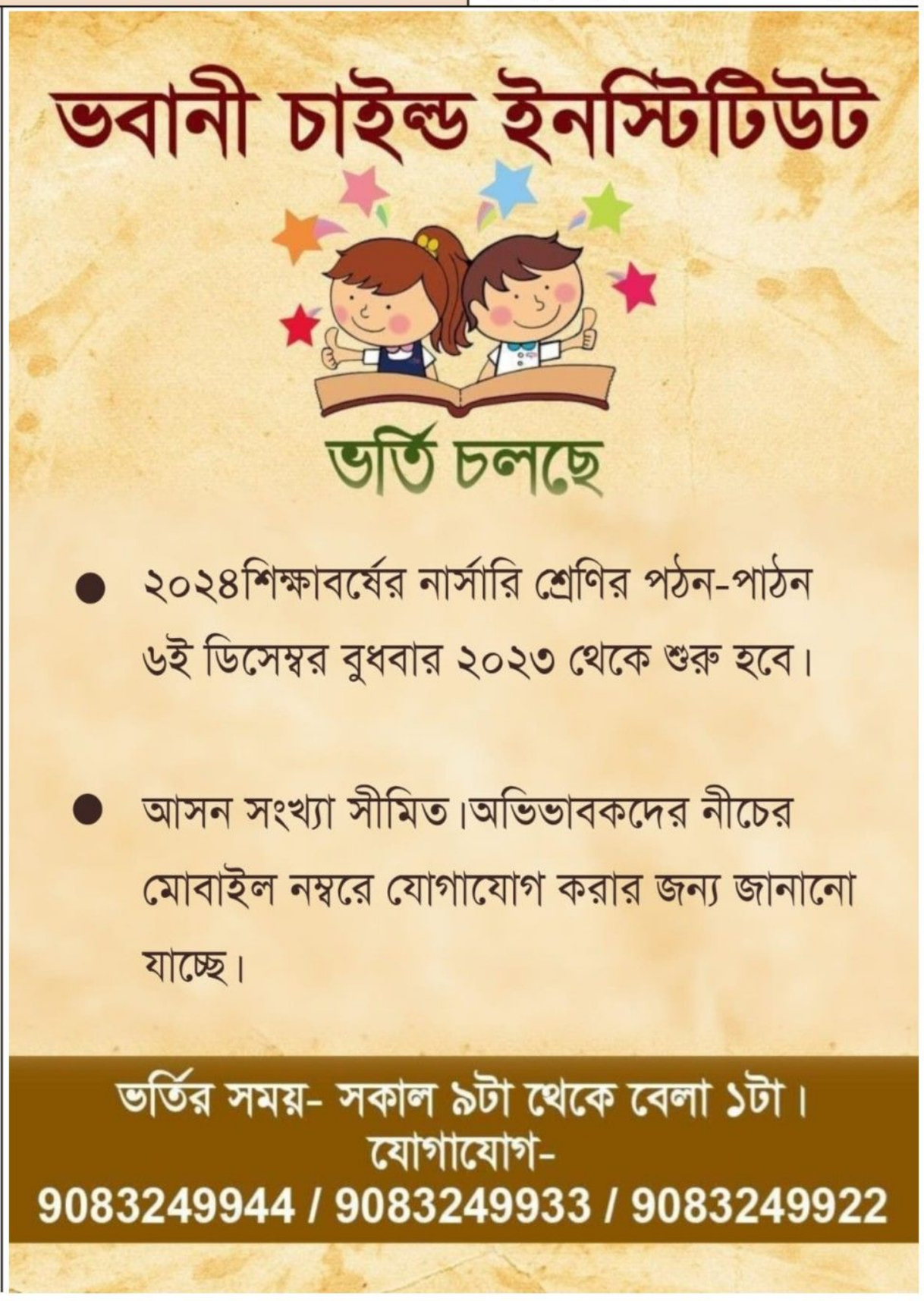

তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে

তুলোধনা শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : বিল আটকে রাখা নিয়ে ফের শীর্ষ আদালতে তিরস্কারের মুখে পড়লেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চ তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, '২০২০ সালে পাশ হওয়া বিল আপনি আটকে রেখে ফেরত পাঠিয়েছেন।এদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানিতে তামিলনাড়ু সরকারের আইনজীবী জানান, সম্প্রতি ১০টি বিল ফেরত পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল আর এন রবি। ফের ওই বিল বিধানসভায় পাশ করিয়ে তার কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে।' ওই কথা শুনে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, 'তিন বছর ধরে কী করছিলেন রাজ্যপাল? দেখা যাক নতুন করে পাঠানো বিল নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেন তিনি।' আগামী ১ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

গত তিন বছর ধরে কী করছিলেন?' ওই প্রশ্নের মুখে পড়ে থতমত খান তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের আইনজীবী।

চলতি মাসের শুরুতেই বিল আটকানো নিয়ে তামিলনাড়ু ও পঞ্জাবের রাজ্যপালকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কেন্দ্রের দুই 'ভৃত্য' আগুন নিয়ে খেলছেন সতর্ক করে দিয়েছিল। নির্বাচিত রাজ্য সরকারের পাঠানো বিল রাজ্যপালের মতো অনির্বাচিত কারও আটকানোর ক্ষমতা নেই বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। যদিও ওই হুঁশিয়ারির পরেই ১০টি বিল ফের তামিলনাড়ু সরকারের কাছে ফেরত পাঠান তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল। গত শুক্রবার ফের তামিলনাড়ু বিধানসভায় ওই ফেরত পাঠানো বিল নতুন করে পাশ করানো হয়েছে এবং রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়িতে হানা দিল

শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ

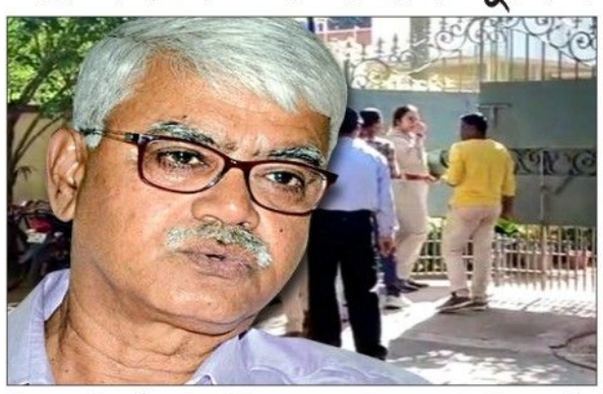

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার সকালে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়িতে হানা দিল শান্তিনিকেতন থানার ওসি এবং তদন্তকারী অফিসাররা। একাধিকবার কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে বিপাকে পড়েছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য। জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে শান্তিনিকেতন থানার ওসি-সহ চার পুলিশ আধিকারিক রয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাংলোতে। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছিল ৪ টি মামলা । বিতর্কিত ফলক বসানোর জন্য আদালত রক্ষাকবচ দিলেও পুলিশ বিদ্যুতেক জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে বলে জানায়। মনে করা হচ্ছে সেই সকল বিষয় নিয়েই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। তবে আজ তাঁকে কি কি প্রশ্ন করা হবে তা এখনো পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ৫ মামলার বিরুদ্ধেই প্রশ্ন করা শুরু করেছে শান্তিনিকেতন পুলিশ। প্রসঙ্গত , উপাচার্য পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের দিনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঁচ পাতার একটি চিঠি দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন তিনি।

সেই চিঠি নিয়েই শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি প্রলয় নায়েক। শুধু তাই নয় গত পাঁচ বছরের উপাচার্যের কার্যকালে বহুবারই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বিদ্যুৎ। বারবার রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উপাচার্য পদ ছাড়ার আগেও বিদ্যুত-এর বিরুদ্ধে আরও চারটি অভিযোগকে এফআইআর হিসেবে গণ্য করে মামলা রুজু করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।

আলাপনকে বড় দায়িত্ব দিলেন মমতা,

বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের আগে গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রাক্তন মুখ্যসচিবের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন (বিজিবিএস)-এর আগে বড় দায়িত্ব পেলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প সম্মেলন শুরুর আগে আলাপনকে দেওয়া হল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন'-এর দায়িত্ব। তাঁকে ওই সংস্থার চেয়ারম্যান করা হয়েছে। গত শুক্রবার নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকারের তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

অপ্রাকৃত রাসলীলা প্রসঙ্গে

রসিক গৌরাঙ্গ দাস : নিউজ সারাদিন : আজ থেকে প্রায় পাঁচহাজার দুইশত একচল্লিশ বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষ সংখ্যাতত্ত্বের (পশ্চাৎগণনানুসারে) শ্রীধাম বৃন্দাবনের ধীরসমীরে, যমুনা তীরে বংশীবটমূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপাঙ্গনাদের সঙ্গে অপ্রাকৃত রাসলীলা বিলাস করেছিলেন। শারদীয়া পূর্ণিমার রাতে এই রাস নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই রাতে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি অপরূপসাজে সুসজ্জিত হয়েছিল। পূর্ণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে গগণমন্ডল উদ্ভাসিত। বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি, পশুপক্ষী উন্মুখ হয়েছিল ভগবানের রাসলীলা দর্শনে। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম রাসলীলা। এই রাস নৃত্য ছিল সম্পূর্ণ চিন্ময়। তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র আট বছর। শ্রীকৃষ্ণ কেবল আনন্দময় 'আনন্দ ময়োহভ্যাসাৎ'। বৃন্দাবনে সকলেই আনন্দময়। পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, জল-স্থল, গাভী, গোবৎস,গোপবাল এবং গোপবালিকারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ কে ভালোবেসে তারা পরম আনন্দে মগ্ন। ভগবানের ভগবত্তার নির্যাস হল মাধুর্য্যরস। যা পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়েছে দ্বাপর যুগের শেষে কৃষ্ণলীলায়। শরতের শেষে বিশ্বপ্রকৃতি যেন আনন্দমগ্না। যমুনাপুলিন শরদজ্যোৎস্না দ্বারা বিধৌত। বিশ্বপ্রকৃতির মনোমুগ্ধকর পরিবেশে শরৎ পূর্ণিমার রাতে বটমূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন শুরু করলেন। মন প্রান হরণকারী ধ্বনি শুনে ব্রজগোপীকারা তাঁদের পতি, পুত্র, গৃহকর্ম, জাতি-কুল-মান সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মহামিলনের জন্য রাসস্থলীতে ছুটে এসেছিলেন। ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য এইরূপ ব্যাকুলতাই মানুষকে চরম সার্থকতা এনে দেয়। কৃষ্ণানুরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠাই ছিলো ব্রজবালাদের একমাত্র সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ ও নৃত্যানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্র-বিবেচনা-বিবেচনা করে মল্লিকা, জুঁই ও অন্যান্য অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত পুস্প দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন। অপ্রাকৃত রাসনৃত্য শুরু হলো। রাসমন্ডলীতে দুই গোপী তাঁর মধ্যে কৃষ্ণ। যত গোপী তত কৃষ্ণ। রাসরসের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। 'নাচতঘন নন্দলাল রসবতী করি সঙ্গে।' এই রাসনৃত্যে বিশ্বভুবন নাচে। ফুলের উপর নাচে ভ্রমরভ্রমরী। মেঘের তালে নাচে ময়ূরময়ূরী।কদম্ব শাখায় নাচে শুক-শারী। বৃক্ষ-লতা , পশু-পক্ষী, জল-স্থল, আকাশ-বাতাস আনন্দে নৃত্য করে গোপী-গোবিন্দের প্রেমের উদ্বেলতায়। এই চির আনন্দ খেলার বিরাম নেই। চলছে নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ কে? সকল বিশ্বজীবের অন্তরে যিনি অধ্যক্ষ বা বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সেই পরমাত্মা আজ ক্রীড়ার তরে লীলা বিগ্রহধারী। সকলের অন্তরের অন্তরতম রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। তাঁর কেউ পরম নেই । কি পুরুষ, কী নারী, সকলেরই হৃদয় বিহারী। তাঁর এই লীলা আত্মার সঙ্গে আত্মার বিহার। নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলা। এই খেলা বিশ্বজুড়ে প্রতিনিয়ত চলছে। তাঁরই বৈচিত্রময় প্রকাশ রাসলীলা। গোপীদের ব্রতসাধন,দীর্ঘদিনের তপস্যা, হৃদয়ে পুঞ্জীভূত অনুরাগের ফলে তাদের অনুগ্রহ করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই রাসলীলা করেন।

বর্তমানে আমরা একবিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ। আত্মসুখের আয়োজনে তৎপর। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ছোট হয়ে আসা পৃথিবীর মানুষ। সব কিছুই আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা ছুটে চলেছি বিশ্ব বিজয়ে। চলছে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। চাহিদা বেড়ে চলেছে ভোগ্য বস্তুর। ভুলে গেছি আত্মানুসন্ধানের যথার্থতা। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে জানতে চাই শ্রীভগবানের রাসলীলা রহস্য। অথচ মন ছুটে চলে জড় জাগতিক বিকৃত কদর্য রসের দিকে। কিন্তু 'এর বাইরেও যে জগৎ আছে তোমরা নিজেরাই জানো না।' জগতের কেউ সুখী নয়। সুরভিত চির বিকাশমান পুষ্পের মতো জীবনের আরেক রূপ যথার্থ বাস্তব জীবন। যা শাশ্বত, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন। এই জীবনেই তা লাভ করা সম্ভবসম্ভব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা জড়জাগতিক কাম উপভোগ নয়।আমাদের কাম -কলুষিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে শুদ্ধ চিত্তে রাসলীলা রহস্য উন্মোচনে প্রয়াসী হতে হবে। মনে রাখতে হবে ব্রজাঙ্গনারা সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। শ্রীধাম বৃন্দাবনে চার শ্রেণীর ব্রজলল নাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল নিত্যসিদ্ধ গোপকন্যারা, যাঁরা ছিলেন শ্রীমতী রাধারানীর কায়ব্যূহ। অন্য শ্রেণী ছিল দেবকন্যারা, যাঁরা নিত্যসিদ্ধ দের সঙ্গের ফলে নিত্যসিদ্ধ স্তর লাভ করেছিলেন। অন্য আর এক শ্রেণী ছিল মূর্তিমানশ্রুতিরা, যাঁরা তপস্যা করে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তারা ছিল সাধনসিদ্ধ।আর ছিলেন ঋষিরা, যাঁরা দন্ডকারন্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করতে চেয়েছিলেন। ব্রজরামারা যমুনার তীরে একমাস ব্যাপী কাত্যায়নীর ব্রত করেছিলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পতি রুপে লাভ করতে চেয়েছিলেন। ব্রজবালাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই রাসনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করে করে প্রত্যেক গোপীর সঙ্গে যুগপৎভাবে নৃত্য করেছিলেন। রাসপূর্ণিমার রাতটি ছিল ব্রহ্মরাত। মানুষের চারশতবত্রিশ কোটি বছর। ব্রজগোপিকারা একটু গর্বিত হলে, রাধারানীকে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়ে যান। কৃষ্ণবিরহে গোপাঙ্গনারা প্রেমে উন্মাদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং সারা রাত্রি কৃষ্ণের লীলা অনুসরণ করে অন্বেষণ করেছিলেন। অবশেষে কৃষ্ণ দর্শন দান করে রাসনৃত্যের মাধ্যমে গোপীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। এইভাবেই ব্রহ্মারও দুর্লভ প্রেম গোপীরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ব্রজগোপাঙ্গনা দের কৃষ্ণের প্রতি যে আকর্ষণ বা ভালোবাসা, এই আকর্ষণ বা ভালোবাসাই তাঁদের সবকিছু পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করেছিল। গভীর প্রেমার্তি না থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। যতরকমের সাধন-মার্গ আছে, সবেরই মূলকথা প্রেম-গভীর আকর্ষণ। আমাদের মন প্রানকে কৃষ্ণের সেবার প্রতি, কৃষ্ণের প্রেমের দিকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের সাধনা। কামার্ত মানুষ যদি রাসনৃত্য অনুকরণ করার চেষ্টা করে তা হলে রুদ্রকে অনুকরণ করে বিষ পান করার মতোই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। শ্রদ্ধা সহকারে যিনি শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত রাসলীলা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করবেন, তিনি অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করবেন।

ইসকন মায়াপুর মন্দিরে রাস পূর্ণিমা উৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও শ্রীধাম মায়াপুরে ঐতিহ্যবাহী রাসপূর্ণিমা উৎসব ২৬ শে নভেম্বর ২০২৩ রবিবার থেকে ২৮ শে নভেম্বর ২০২৩ মঙ্গলবার পর্যন্ত এই তিনদিন ব্যাপী মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় রীতি নীতি ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞ গন বিভিন্ন ভাষায় রাস লীলার তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য আলোচনা করবেন। রাসপূর্ণিমা থেকে প্রতি সপ্তাহের শনিবার দিন বিকাল ৪ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত রাধামাধবকে হাতীর পিঠে চাপিয়ে বর্ণাঢ্য সংকীর্তন শোভাযাত্রা হবে মন্দির চত্বরে এবং চলবে দোলপূর্ণিমা পর্যন্ত। আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হবে মন্দির প্রাঙ্গণ। কঠোর করা হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আগত তীর্থযাত্রীদের সুযোগ সুবিধার দিকে বিশেষ নজর রাখা হবে। হে মানবকূল, আসুন রাসলীলায় অংশগ্রহণ করে আমাদের হৃদয় বৃন্দাবনে শ্রী রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত উৎসব স্মরন করে ধন্য হই।

রসিক গৌরাঙ্গ দাস
জনসংযোগ আধিকারিক
ইসকন, শ্রীমায়াপুর
নদীয়া, পিন – 741313
10/11/2023
Mob- 9475438281/ 9932316989
Email- iskconmedia office@gmail

করোনা পরে কলকাতায় বেড়েছে

কৃত্রিম জলাশয়ে ছট পূজার সংস্কৃতি

জগদীশ য়াদব, কলকাতা : নিউজ সারাদিন : করোনাকাল দেশ ও বিশ্বের মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। খাস করে করোনার সময় থেকে, ছট পূজায় কৃত্রিম জলাশয়ের সংস্কৃতি বিশেষ করে মহানগর ও শহরগুলিতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মহানগর কলকাতার কথা যদি বলি, আজ ছট-এ শত শত মানুষ কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে ছট পুজো করেন। এমনই দৃশ্য দেখা গেল কসবার জিএস বোস রোড এলাকায় ড. যেখানে শিবশক্তি সেবা সংঘের সহায়তায় ছট ভক্তরা কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে ছট পূজা করেন। আজকে প্রবীণ নাগরিক শুভ নারায়ণ পান্ডে, উপবাস ভক্ত অমরাবতী দেবী পান্ডে, চিকু পান্ডে ও কৃষ্ণা পান্ডে বলেন, দেখুন ছট পূজার প্রতি মানুষের আস্থা রয়েছে এবং আমরা পূজায় কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না। মন চংগা তো কাঠোটিতে মেং গঙ্গা আমরা একটি কৃত্রিম পুকুর বানিয়ে ছট পূজা করি। চিকু পান্ডে বলেন, করোনা অনেক কিছু শিখিয়েছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি কৃত্রিম জলাশয়ে ছট পূজা করেন, তাহলে গঙ্গার ঘাটে ভিড় কমবে এবং এতে গঙ্গার ঘাটে যাওয়া লোকেদের সুবিধা হবে। আমরা অস্তগামী সূর্যের পূজা করি, তাই আমরা শ্রদ্ধায় বিশ্বাসী। শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে আমরা এখানে কৃত্রিম পুকুরের পাড়ে মা, গঙ্গা, ছট মাতা ও সূর্যদেবকে আবাহন করেছি। যাইহোক, কলকাতার শত শত জায়গায় কৃত্রিম জলের পুকুর তৈরি করে ছট পূজা উদযাপন উদযাপন করা হল, যার মধ্যে দক্ষিণ কলকাতা এলাকায় সর্বাধিক সংখ্যক জলের পুকুর তৈরি করা হয়।এমআইসী ও বিধায়ক দেবাশীষ কুমার জানান, কলকাতা পৌরসভা ছট পুজো উপলক্ষ্যে দেড়শ কৃত্রিম জলাশয় বানিয়েছে।

হাইকোর্টে চওড়া হাসি বিজেপি-র,

মেগা সভায় পুলিশি অনুমতির নির্দেশ বিচারপতির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৯ নভেম্বর বিজেপির মেগা সমাবেশে পুলিশি অনুমতি না মেলার অভিযোগ উঠছিল। সেই হাইকোর্টে নিয়ে মামলাও করেছিল বিজেপি। অবশেষে হাইকোর্টে চওড়া হাসি বঙ্গ বিজেপির। ২৯ নভেম্বর বিজেপির সভার অনুমতি দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চে এই মামলাটি উঠেছিল। সোমবার হাইকোর্টের মামলার শুনানির সময় পুলিশের উদ্দেশে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার মন্তব্য, "আপনারা বলছেন ২ সপ্তাহ থেকে ৩ সপ্তাহ আগে সভার আবেদন করতে হয়। এখানে তো দেখা যাচ্ছে ২ সপ্তাহ আগে আবেদন করেছে। তার পরেও সিস্টেম জেনারেটেড মেসেজ পাঠিয়ে আবেদন না মঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে। পর পর দু'বার যেভাবে বাতিল করা হয়েছে, সেটা ঠিক পদ্ধতি নয়।" সেখানেই পুলিশকে এই নির্দেশ দেন বিচারপতি। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার মন্তব্য, 'এটি একটি স্বাধীন দেশ। এভাবে বাধা দেওয়া যায় না।'

লোকসভার ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলই নিজের মতো করে আসরে নেমে পড়েছে। আগামী ২৯ নভেম্বর কলকাতায় বিজেপির মেগা সমাবেশের কথা রয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে এই সমাবেশ ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা নরেন্দ্র মোদী 'সেনাপতি' অমিত শাহরও। কিন্তু বিজেপির থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছিল, পুলিশি অনুমতি পেতে তাদের সমস্যা হচ্ছে। এই নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিল বঙ্গ বিজেপি।

১-ম পাতার পর

কৃষি সমবায়ের 'পাসওয়ার্ড' বাকিবুরের হাতেই! চাঞ্চল্যকর তথ্য ইডির

ইডির । এই ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য ইডির পক্ষ থেকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। কাদের মদতে বাকিবুর এত ক্ষমতার অধিকারী, তা জানার চেষ্টা করছেন ইডির তদন্তকারীরা। এই দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককেও জেরা করা হচ্ছে।

ইডির সূত্র জানিয়েছে, ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর একাধিক চালকল ও গমকলে তল্লাশি চালানো হয়। তদন্তের পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আধিকারিকরা নিশ্চিত যে, বাকিবুরের প্রত্যেকটি চালকলই রাজ্য সরকারের নথিভুক্ত ছিল। এই মিলগুলিতে আসত রেশনের চাল। বিপুল পরিমাণের সেই চাল সরিয়ে বাজারে প্যাকেটজাত করে বিক্রি করা হত। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় বাকিবুরের একটি চালকলে তল্লাশি চালিয়ে ১০৯টি স্ট্যাম্প ও সিল উদ্ধার হয়। সেগুলির মধ্যে যেমন খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি সরকারি সংস্থার আধিকারিকদের স্ট্যাম্প রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিভিন্ন জেলার বেশ কয়েকটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির স্ট্যাম্প আর সিল। ওই সমিতিগুলি নিয়ে ইডি তদন্তে নামে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ব্যাপারে সমিতির কয়েকজন কর্তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তের পর ইডির গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন যে, রাজ্যের বেশ কয়েকটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড বাকিবুর রহমানের দখলে ছিল। বাকিবুর নিজের প্রয়োজনে ইচ্ছামতো তাঁর কর্মচারীদের দিয়ে সমিতিগুলির কম্পিউটার ব্যবহার করতেন। সেই সূত্রেই ইচ্ছামতো ওই সব সমিতির ফাইলে ভুয়ো কৃষকদের তালিকা তৈরি করা হতো। ইডির তদন্তে প্রকাশ, বহু কৃষক নিজেদের ফলানো শস্য সরাসরি সরকার পরিচালিত সমবায়কে না দিয়ে বাধ্য হতেন এজেন্টদের হাতে তুলে দিতেন। সরাসরি অথবা লোক মারফত এই এজেন্টদের পরিচালনা করতেন বাকিবুর রহমানই। এমনই অভিযোগ ইডির।

১-ম পাতার পর

কেন্দ্রের 'বিকশিত ভারত সংকল্প' যাত্রার ফয়দা পেতে চায় বিজেপি

পক্ষে রাজ্যে এসে গিয়েছে। শুধু বাংলাই নয়, দেশের সব রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বকে বিস্তারিত নির্দেশ পাঠিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিংহ। গত বৃহস্পতিবার পাঠানো সেই নির্দেশে বলা হয়েছে, ১৫ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর দেশের দু'লাখ পাঁচ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাবে এই যাত্রা। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা আবার শুরু হবে ৩ ডিসেম্বর। চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। গত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের ফল অনুসারে তফসিলি জাতি ও জনজাতি এলাকায় বিজেপির ফল তুলনামূলক ভাবে ভাল হয়েছে। এর পরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়েছে বিজেপি। তখন থেকেই মনে করা হয়েছিল, আগামী লোকসভা নির্বাচনে তফসিলি ভোট বেশি করে নিজেদের ঝুলিতে টানার চেষ্টা করবে বিজেপি। ওই কর্মসূচিতে তফসিলি এলাকাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, সেই পরিকল্পনা মতোই চলছে বিজেপি।

কেন্দ্রের এই যাত্রা কর্মসূচির রাজনৈতিক সুবিধা যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য কী কী করতে হবে সেটাও অরুণ জানিয়ে দিয়েছেন বলেই বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। অরুণ চিঠিতে লিখেছেন, রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের মন্ত্রীদের এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে। প্রত্যেককেই এই যাত্রার সময়ে তিন দিন করে সময় দিতে হবে। দলের সাংসদ, বিধায়কদেরও এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে। থাকতে হবে রাজ্যসভার সাংসদদেরও। এই কর্মসূচির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এক জন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে প্রতিটি রাজ্যে। এক জন করে নোডাল অফিসার থাকছেন জেলা অনুযায়ী। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে দলকে। একই সঙ্গে নির্দেশ, দলকেও সাংগঠনিক ভাবে এর জন্য কিছু পদক্ষেপ করতে হবে। এক জন করে প্রবীণ নেতাকে রাজ্য স্তর এবং জেলায় জেলায় নিয়োগ করতে হবে। যাতে কর্মসূচিতে সাধারণের অংশগ্রহণ থাকে তা নিশ্চিত করতে ১০ থেকে ১৫ জন কর্মীকে যাত্রার সময়ে প্রতি দিন উপস্থিত থাকতে হবে। প্রয়োজনে সকলকে নিয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠক করতে হবে। সেখানে যেমন পরিকল্পনা তৈরি হবে তেমনই কাজ কেমন হচ্ছে তার উপরে নজর রাখতে হবে।প্রসঙ্গত, এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে স্বাস্থ্য শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে সাধারণ মানুষের নাম নথিভুক্তিকরণ চলবে। এই কাজের জন্য দলের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে বলেও জানা গিয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বিবরণ-সহ পুস্তিকা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

রাজ্যকে আবাস যোজনার বরাদ্দ নিয়ে চিঠি কেন্দ্রের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন জেলায় প্রকল্পে অসঙ্গতি! আবাস যোজনার বরাদ্দ নিয়ে এবার রাজ্যকে চিঠি দিল কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হল নবান্নকে। সূত্রের খবর তেমনই। এদিকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগেই অনড় তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, 'এই বাংলা বিদ্বেষী, বাঙালি বিদ্বেষী বিজেপি বাংলাকে বঞ্চনা করার জন্য প্রকল্প বানায় এবং সেটা নিয়ে গর্ববোধ করে। ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার মানুষের বাড়ির টাকা, সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা, প্রথম কিস্তি, সেই টাকা আটকে রেখে দিয়েছেন। প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা, একশোর দিনে টাকা তারা আটকে রেখে দিয়েছেন। যত ২৪-র লোকসভা ভোট এগিয়ে আসছে, তৃণমূলের সঙ্গে রাজনীতি পেরে না ওঠে প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণে বাংলার আর্থিকভাবে বঞ্চনা করার চেষ্টা করছে'।চলতি বছরে মার্চে আবাস যোজনার দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসেছিল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক, বিডিও-রা। এরপর যে রিপোর্ট জমা পড়েছিল, সেই রিপোর্টে ভিত্তিতে এ রাজ্যে আবাস যোজনার বরাদ্দ বন্ধ করে দেয় কেন্দ্র।

কী ছিল সেই রিপোর্টে? কেনইবা বন্ধ করে দেওয়া হল বরাদ্দ? কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন পাল্টা চিঠি এল নবান্নে। সূত্রে খবর, নদিয়া, কালিম্পং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রকল্পে অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। বাদ যায়নি দুই মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমানও। কেন্দ্রের বয়াখ্যায় অবশ্য সন্তুষ্ট নয় রাজ্য। তাদের বক্তব্য, ইচ্ছা করে টাকা আটকে রাখা হয়েছে।কী প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক মহলে? রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, 'শুধু তিনটে জেলার অসঙ্গতি নয়, অসঙ্গতি সর্বত্র আছে। প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্নের পরিকল্পনা, ভারতবর্ষের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, যে প্রতেয়ক মানুষের মাথার উপরে পাকা বাড়ির ছাদ থাকবে। আজকে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না, তৃণমূল কংগ্রেসের সীমাহীন দুর্নীতি, এবং হিসেব বর্হিভূত খরচ, এই প্রকল্পের টাকা অন্য প্রকল্পের নিয়ে যাওয়া কারণে'।

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর মতে, 'টাকা দিতে হবে, যাঁর প্রাপ্য,তাঁকে দিতে হবে। সেটাতে যাঁরা তালগোল পাকাবে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন গর্ব করে, ১১ লক্ষ নাম আমি বাতিল করে দিয়েছি। তারমানে ১১ লক্ষ নাম আগে ঢোকানো হয়েছিল, সেটা বাতিলযোগ্য। কে ঢোকালো সেটা? সরকারের লোক, তৃণমূলের লোক না পঞ্চায়েতের প্রধান? তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, তাতে রাজ্য সরকারেরও আগ্রহ নেই, দিল্লির সরকারেরও আগ্রহ নেই। যে টাকাটা মেরেছে, তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিক। সেটা না নিয়ে বিজেপি এমনভাবে করছে, যাতে তৃণমূলের সুবিধা হয়'।

২ পাতার পর

আলাপনকে বড় দায়িত্ব দিলেন মমতা, বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের আগে গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রাক্তন মুখ্যসচিবের

হয়েছে। ২০২১ সালে ১ জুলাই রাজ্যের মুখ্যসচিবের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন আলাপন। সেই সময় তিন মাসের কার্যকাল বৃদ্ধি হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সেই সময় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হলে অবসরগ্রহণ করেন তিনি। তার পর মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয় তাঁকে। ২০২১ সালের মে মাসে 'যশ' ঘুর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সফরের সময় মুখ্যসচিব হিসাবে আলাপন কলাইকুণ্ডার বৈঠকে যোগ না দেওয়ায় তাঁকে শোকজ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সময়েও তাঁর পাশেই ছিলেন মমতা। আলাপনের অবসর গ্রহণের পরে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টার পাশাপাশি ওয়েবেলেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এ বার তাঁকে রাজ্যে ছোট শিল্প গঠনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল।এত দিন এই পদে ছিলেন তমলুকের তৃণমূল বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র। গত বছর অগস্ট মাসে সৌমেনকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার পর এত দিন এই দায়িত্বে রাখা হয়েছিল প্রাক্তন মন্ত্রীকে। কিন্তু আগামী মঙ্গলবার থেকে বিজিবিএস শুরুর আগেই এই শিল্প নিগমের দায়িত্ব বদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আলাপন বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা। রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেল এবং রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও রয়েছে তাঁর কাঁধে। সেই সব দায়িত্বের সঙ্গেই তাঁকে ছোট শিল্প নিগমের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করতে হবে। রাজ্যে শিল্পস্থাপনের লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে স্পেন এবং দুবাই গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সেই সফরে সঙ্গী হয়েছিলেন আলাপন। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বেশ কিছু শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে রাজ্যে শিল্পস্থাপন নিয়ে বৈঠকও করেছিলেন তিনি। প্রশাসনিক মহলে খবর ছিল, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প আনতে প্রাক্তন এই আমলাকে কাজে লাগাতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই জল্পনা সত্যি করেই ছোট শিল্প স্থাপন নিগমের দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে।

গরুকে জাতির মাতার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে রামলীলা ময়দানে সমাবেশ

উষা পাঠক. সিনিয়র সাংবাদিক. নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : সাধু, সাধু ও গো-প্রেমীরা আজ এখানের ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে গো-রক্ষা এবং গরুকে জাতির মাতার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে বিশাল সমাবেশ করেছেন। "রাষ্ট্রমাতা গৌ মঙ্গলম অভিযান"-এর অধীনে আয়োজিত এই সমাবেশে বক্তারা গরু রক্ষা ও গরুকে রাষ্ট্রমাতার মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানান। বিখ্যাত গল্পকার ও গোরক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রী গোপাল মণি মহারাজ বলেন, ধর্মীয় শাস্ত্রে গরুকে মায়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছত্তিশগড় বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের প্রধান রাজেন্দ্র সিং পরিহার বলেছেন, দাবি পূরণ না হলে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এর জন্য জনসাধারণের প্রচারণা জোরদার করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কেশব চৌধুরী বলেন, গরুপ্রেমীদের দাবি ন্যায্য। সরকারকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩১৫ সংখ্যা ২১ নভেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মসজিদে যাওয়ার রাস্তা নেই, স্বেচ্ছায় চাষের জমি দান করলেন আসামের হিন্দু ব্যক্তি

ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নয়। বরং সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ। যে সম্প্রীতি মানুষকে একে অন্যের পাশে থাকতে শেখায়, সে তাদের মধ্যে ধর্ম বর্ণ জাতপাতের যত ভেদাভেদই থাকুক না কেন। আর এবার তেমনই এক নজির গড়লেন আসামের এই ব্যক্তি। মসজিদে যাওয়ার জন্য পথ নেই বলে তার জন্য জমি দান করেছেন তিনি।ধর্ম কথার আসল অর্থ, যা ধারণ করে। কিন্তু চারপাশে চোখ রাখলে অনেকসময়ই সে কথার উলটো একরকম ছবিই ধরা পড়ে। বিশেষ করে আসামের রাজনৈতিক নেতাদের কথাতেও বহুবার সেই বিদ্বেষের ছবি উঠে এসেছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী বক্তব্যের পাশাপাশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তোপ দাগতেও ছাড়েননি কেউ কেউ। এই পরিস্থিতিতে বড় ব্যতিক্রমেরই নিশান রেখেছেন এই মানুষটি। জানা গিয়েছে, আসামের বঙ্গাইগাঁও জেলার বাসিন্দা এই ব্যক্তির নাম রতিকান্ত চৌধুরী। যে জমিতে তিনি চাষ করেন, তারই এক প্রান্তে ওই মসজিদটি গড়ে তোলা হয়েছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু সেখানে কীভাবে যাবেন মুসলিমরা? মসজিদটিতে যাওয়ার জন্য আলাদা করে কোনও পথ নেই। চাষের জমির মধ্যে দিয়েই সেখানে যেতে হয়। ফলে চাষের মরশুমে মসজিদে প্রার্থনা করতে যেতে সমস্যায় পড়তে পারেন স্থানীয় মুসলিমরা। সে কথা ভেবেই এগিয়ে আসেন ওই হিন্দু ব্যক্তি। নিজের জমির এক অংশই তিনি ছেড়ে দেন, যাতে সেখানে পথ বানানো যায়। তাঁর এহেন কাজে স্বভাবতই খুশি এলাকার মুসলিম বাসিন্দারাও। দুই সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতিকেই তুলে ধরেছে ওই ব্যক্তির এহেন সিদ্ধান্ত,এমনটাই মনে করছেন সকলে।অথচ আশ্চর্যের কথা হল, ধর্মপরিচয়ে কিন্তু তিনি মুসলিম নন। তিনি নিজে একজন হিন্দুই। তারপরেও অন্য ধর্মের মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে আদৌ দ্বিধা করেননি তিনি। বরং তাঁর কাছে এ ঘটনা রীতিমতো স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই যে সবচেয়ে বড় উপাসনা, সে কথাই যেন আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন ওই সাধারণ ব্যক্তি।

হামলার আশঙ্কায় কুলদীপ যাদবের

বাড়ির সামনে পুলিশি প্রহরা

কানপুরঃ নিউজ সারাদিন : রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো অভিজ্ঞ স্পিনারের পরিবর্তে তাঁর উপরেই আস্থা রেখেছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু গোটা বিশ্বকাপে একবারের জন্যও জ্বলে উঠতে পারেননি কুলদীপ যাদব। রবিবার বিশ্বকাপের ফাইনালে আমদাবাদের মন্থর পিচে অজি ব্যাটারদের মোটেও সমস্যায় ফেলতে পারেননি তিনি।তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে রাতারাতিই ভারতীয় দলের স্পিনারের বাড়ির সামনে এবং সংলগ্ন এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাজমউ থানার আইসি অরবিন্দ শিসোদিয়া জানিয়েছেন, 'আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই কুলদীপ যাদবের বাড়ির সামনে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ২৪ ঘন্টাই নজরদারি রাখা হচ্ছে। বিক্ষোভ-সহ যাতে কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে।'উল্টে নির্মমভাবে মার খেয়েছেন। দলের প্রয়োজনে জ্বলে উঠতে না পারায় তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন ভারতীয় সমর্থকরা। ক্ষুব্ধ সমর্থকদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটার আশঙ্কায় ফাইনাল ম্যাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় দলের অন্যতম স্পিনারের বাড়ির সামনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ কর্মী মোতায়েন করার পাশাপাশি আশেপাশের এলাকায় চলছে টহলদারি।কানপুরের ডিফেন্স কলোনিতে পেল্লাই বাড়ি কুলদীপ যাদবের। এতদিন ওই বাড়ি ছিল স্থানীয়দের কাছে গর্বের। অনেকেই ওই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নিজস্বী তুলতেন। কিন্তু বিশ্বকাপে জঘন্য পারফরম্যান্সের পরেই ক্রিকেট ভক্তদের কাছে ভিলেন হয়ে উঠেছেন ভারতীয় দলের অন্যতম স্পিনার। অনেকেই কুলদীপের উপরে চটে লাল। রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে রোহিত শর্মাদের দুরমুশ হওয়ার পরে এক ধাক্কায় ক্ষোভ বেড়েছে অনেকাংশে। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কুলদীপের কানপুরের ডিফেন্স কলোনির বাড়ির উপরে আছড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কানপুরের পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

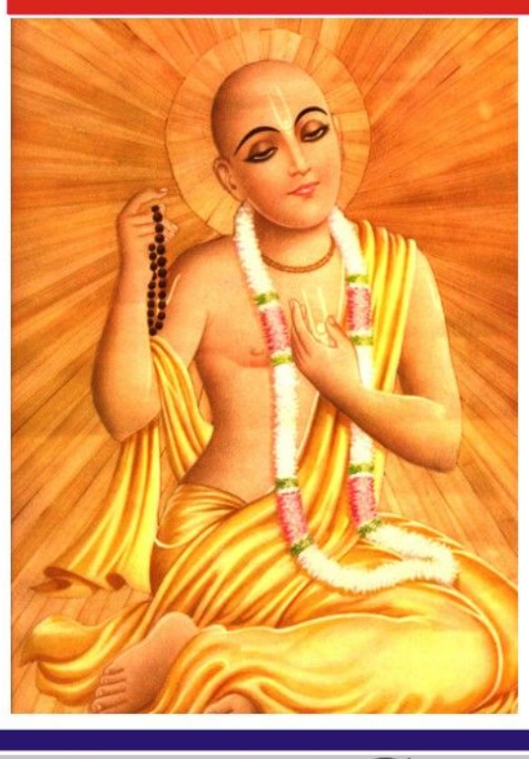

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

গুরু শ্রীব্যাসরায় অতিদ্রুত ওই গ্রন্থের একটি সুন্দর ভাষ্য রচনা করলে কৃষ্ণদেব রায় চমৎকৃত হন। 'শ্রীব্যাসযোগিচরিতম' এর সম্পাদক ই. Venkoba Rao এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, কলিঙ্গাধিপতির উল্লেখের ধরন দেখে বোঝা যায় কলিঙ্গযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে -"The manner of the reference to the lord of Kalinga shows that the Kalinga war was then over." (Introduction, Para 132) **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দেব দীপাবলি

উৎসবের উদ্বোধন করবেন ফিরহাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাস্ট্রারস্ট্রোক নাকি নিজের উত্তরসুরিকে তুলে ধরার উদ্যোগ! প্রশ্ন ঘোরা শুরু হয়ে গেল জোড়াফুল শিবিরে। নেপথ্যে দেব দীপাবলি উৎসবের উদ্বোধন। কলকাতা পুরনিগমের তরফে এবার ২৬ ও ২৭ নভেম্বর কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাটে পালিত হবে দেব দীপাবলি। মুসলিম ঘরের ছেলেও হলেও ফিরহাদ বাংলার একমাত্র সেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মের বেড়াজাল টপকে মমতার দেখানো পথে সফল ভাবে হাঁটা দিতে পেরেছেন। তিনি রাজ্যের সংখ্যালঘু সমাজের কাছে যতটা গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়, ঠিক ততটাই রাজ্যের হিন্দুজন সমাজের কাছেও। চেতলা অগ্রনীর পুজোর সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফিরহাদ নিজে কোনওদিন মুসলিম নেতা হয়ে উঠতে চাননি, বরঞ্চ সকলের 'ববিদা' হয়েই থাকতে চেয়েছেন। পেরেওছেন। রাজ্যের কোনও মানুষ বলতে পারবে না তিনি শুধু মুসলিমদেরই নেতা, হিন্দুদের নয়। আর এই কারণেই রাজ্যের শাসক দলের তাবড় তাবড় সংখ্যালঘু নেতা যা পারেননি, ফিরহাদ সেটাই করে দেখিয়েছেন। মুসলিম ঘরের ছেলে হয়েও তিনি হিন্দুদের ঘরের ছেলে হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের নেতা হয়ে গিয়েছেন। এই নেতাই তো যথার্থ ভাবে দেব দীপাবলীর উদ্বোধনের ধারভার রাখেন যা রাজ্যে সৌভাতৃত্ব আর একতার বার্তা তুলে ধরবে। রাজ্যকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে হেঁটে। অভিমত ওয়াকিবহাল মহলের। তাই সব ভেনেই মমতার এই পদক্ষেপ। সঙ্গে এটা ভুললেও চলবে না এখন রাজ্যে রাজ্যপাল, মমতা, আর অভিষেকের পরে সব থেকে বেশি নিরাপত্তার বহর থাকে ফিরহাদের সঙ্গেই। বেনারসের মতোই সেখানে সেদিন প্রায় ১০ হাজার প্রদীপে সাজানো হবে গঙ্গার ঘাট। কলকাতা পুরনিগমের তরফে দেবোত্তর জয়চণ্ডী ঠাকুরানি ট্রাস্টকে এই উৎসব আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই উৎসবের আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ট্রাস্টটিও। আয়োজনের বিষয়ে যাবতীয় সহায়তা করছে কলকাতা পুরনিগম। প্রথম বার এই উৎসবের আয়োজনে যাতে কোনও খামতি না থেকে যায়, সেই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখছে পুরকর্তৃপক্ষ। এই উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁর আমন্ত্রণপত্রটি নবান্নে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই অনুষ্ঠানে হাজির থাকছেন না মুখ্যমন্ত্রী। পরিবর্তে তাঁর নির্দেশেই এই উতসবের উদ্বোধন করবেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।আর এখানেই প্রশ্ন, কেন ফিরহাদের কাঁধেই এই গুরু দায়িত্ব তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী? ওয়াকিবহাল মহলের ধারনা এই সিদ্ধান্তের পিছনে অনেক অঙ্ক কাজ করছে। ফিরহাদ বরাবরই মমতার ঘনিষ্ঠ ও তাঁর আস্থাভাজন। তাই শুধুমাত্র কলকাতার মেয়র বা রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে মমতা তাঁকে দেব দীপাবলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্য পাঠাচ্ছেন না। ২৪'র ভোটের পরে মমতাকে জাতীয় স্তরে কোনও গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হলে তাঁকে স্বাভাবিক ভাবেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে, পরবর্তী মুখ্যমন্তড়ী তাহলে কে হবেন। অভিষেক একাধিকবার জানিয়েছেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতে চান না। দলকে সারা দেশে বিস্তার করাই তাঁর লক্ষ্য। যদি শেষ পর্যন্ত তিনি এই অবস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে কার ঘাড়ে মুখ্যমন্ত্রী পদের গুরু দায়িত্ব মমতা তুলে দেবেন সেটা অবশ্যই ভাবার বিষয়। আর এখানেই এগিয়ে থাকছেন ও থাকবেন ফিরহাদ। আর সেটাও শুধুমাত্র মমতার ঘনিষ্ঠ হিসাবে নয়। তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি ক্যারিশ্মার জোরে। সঙ্গে এটা ভুললেও চলবে না এখন রাজ্যে রাজ্যপাল, মমতা, আর অভিষেকের পরে সব থেকে বেশি নিরাপত্তার বহর থাকে ফিরহাদের সঙ্গেই।

প্রস্তাবিত ন্যাশনাল ফার্মেসি কমিশন বিল

২০২৩ নিয়ে জনসাধারণের মন্তব্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নতুন দিল্লি, ২০ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ন্যাশনাল ফার্মেসি কমিশন গঠন এবং ফার্মেসি আইন ১৯৪৮ বাতিল করতে ন্যাশনাল ফার্মেসি কমিশন বিল ২০২৩ চূড়ান্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে। সেই মতো একটি খসড়া ন্যাশনাল ফার্মেসি কমিশন বিল প্রস্তুত হয়েছে এবং ১৪/১১/২০২৩-এ সেটি আপলোড করা হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে (নিউজ এবং হাইলাইট বিভাগে) ১০/১১/২০২৩-এর গণবিজ্ঞপ্তি মোতাবেক।

প্রস্তাবিত আইনটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মন্তব্য চাওয়া হয়েছে। ১৪/১২/২০২৩ পর্যন্ত মতামত জানানো যাবে hrhcell-mohfw[at]nic[dot]in B-‡g‡j A_ev publiccomment sahs[at]gmail[dot]com-এ।

মালদ্বীপে আছে মাত্র ৭০ ভারতীয় সেনা,

তাদের নিয়ে নতুন প্রেসিডেন্টের এত আপত্তি কেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু যত দ্রুত সম্ভব তাঁর দেশ থেকে ভারতীয় সেনাদের সরিয়ে নিতে প্রবল চাপ তৈরি করেছেন। গত মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি এই ব্যাপারে দেশবাসীকে কথা দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর পরই ঘোষণা করেন, ভারতীয় সেনা আর মালদ্বীপে থাকতে পারবে না। নয়াদিল্লির কর্তাদের ধারণা, মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্টের উপর চিনের চাপ আছে। বেজিং চায় না ভারত মহাসাগরের ওই দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে ভারতীয় সেনা থাকুক। মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট অবশ্য বলেছেন, এমন নয় যে ভারতীয় সেনাদের সরিয়ে চিনা সৈন্যদের মালদ্বীপে ডাকা হবে। আমরা আসলে মালদ্বীপকে বিদেশি সেনা মুক্ত করতে চাইছি।

যদিও নয়াদিল্লির ধারণা, চিনের চাপেই নতুন প্রেসিডেন্ট উঠতে বসতে ভারতীয় সেনা সরানোর কথা বলছেন। আসলে ভারতীয় সেনা সরে গেলে ভারত মহাসাগরে চিনের রণতরীগুলি আরও ভালভাবে নজরদারি এবং নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারবে। এখন দেখার মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্টের কথা মতো ভারত সেনা প্রত্যাহার করে কি না।এমনকী তাঁর শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ভারত সরকারের মন্ত্রী কিরেন রিজিজু'র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময়ও তিনি সেনা সরারোর প্রসঙ্গ তোলেন। নয়াদিল্লির কর্তারা মুইজ্জুর এই আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তিনি কূটনৈতিক সৌজন্য উপেক্ষা করেছেন বলে মনে করছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের অফিসারেরা। মুইজ্জু শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ রক্ষা করেননি। তিনি বিজ্ঞানমন্ত্রী রিজিজুকে পাঠান। ভারতীয় সেনাকে মালদ্বীপ ছাড়া করতে মুইজ্জুর জোরাজুরিতে ভারত সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সেই বার্তা দিতেই মোদী শপথ অনুষ্ঠান এড়িয়ে যান, তাই-ই শুধু নয়, তিনি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে কম গুরুত্বের মন্ত্রী রিজিজুকে পাঠান। মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্টের ভারতীয় সেনাদের নিয়ে এমন আপত্তিতে ভারত সরকার অত্যন্ত বিরক্ত। প্রতিবেশীর এমন আচরণে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করছে নয়াদিল্লি। কারণ, মালদ্বীরের বিপদের সময় সে দেশের সরকারের কথায় ভারতীয় সেনা পাঠানো হয়েছিল। জওয়ান ও অফিসার মিলিয়ে বর্তমানে সে দেশে মাত্র ৭০ জন ভারতীয় সেনাকর্মী আছেন। তাঁরা স্যাটেলাইট ও ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন দেখভাল করে থাকে। এছাড়া একটি ছোটমাপের যুদ্ধ জাহাজ আছে, যেটি মালদ্বীপের স্পেশ্যাল ইকনোমিক জোন পাহারা দিয়ে থাকে।

কিন্তু ভারতীয় সেনা সবচেয়ে বড় যে পরিষেবা দিয়ে থাকে তা হল দ্বীপরাষ্ট্রটির দুর্গম এলাকায় অসুস্থ ব্যক্তিদের এয়ারলিফট করে রাজধানী মালেতে নিয়ে এসে তাদের চিকিতসার ব্যবস্থা করে থাকে। এ বছর এখনও পর্যন্ত ১৪৩ জন নাগরিক এই সুবিধা পেয়েছেন ভারতীয় সেনার কাছ থেকে। প্রতি বছরই দেড়শো থেকে পৌনে দু'শো মানুষ এই সুবিধা পেয়ে থাকেন।

হু হু করে নামবে পারদ,

কলকাতায় রেকর্ড ঠাণ্ডা পরবে এইবছর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার রেকর্ড ঠাণ্ডা পড়ার সতর্কতা জারি করল আইএমডি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই বছর দেশের দুই প্রান্তে দুইরকম আবহাওয়া দেখা দেবে। দিল্লির সাথে পাল্লা দিয়ে কলকাতার পারদও কমবে। আর কিছুদিনেই মধ্যেই বঙ্গে শীত ঢুকবে।অন্যদিকে আবহাওয়ার ওপর ঘূর্ণিঝড় 'মিধিলি'-র কিছুটা প্রভাব পরতে চলেছে। এই নিম্নচাপের কারনে কলকাতা, হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরসহ উত্তর এবং দক্ষিন পরগনাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। তবে এই ঘূর্ণিঝড় মিধিলি ধীরে ধীরে বাংলাদেশের দিকেই অগ্রসর হবে। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের বেশকিছু জায়গাতে শীতের আমেজ দেখা দিচ্ছে।রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। তবে দিনের বেলা তাপমাত্রা বেশ গরম। সাধারণ মানুষদের মনে একটাই প্রশ্ন কবে থেকে পুরোদমে শীত অনুভূত হবে? এবার এই প্রশ্নের উত্তর দিল আইএমডি।

আইএমডি এর মতে, এইবছর শীতের তীব্রতা বেশী থাকলেও শীত একটু দেরীতেই পড়বে। এইমাসে শীত পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে শীত আসতে আসতে পরতে শুরু করবে। বদল হবে আবহাওয়া। এই মুহূর্তে সমতলের তাপমাত্রা ৩০ এর ওপরেই ঘোরাফেরা করছে। অন্যদিকে দার্জিলিং, বা সিকিমে তুষারপাত হলেও তাপমাত্রা খুব একটা কমেনি।

সিনেমার খবর

cinema TV

কাজলের আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে ব্যাপক আতঙ্কে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রীরা। ইদানীং মাঝে মধ্যেই অভিনেত্রীদের নানান ধরনের আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে নেটদুনিয়ায়। যদিও ভিডিওগুলো ফেক। কিন্তু এসবের জন্য ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে অভিনেত্রীদের।

দিন কয়েক আগেই অভিনেত্রী রাশমিকার একটি ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আইনের সহায়তা নিতে হয়েছে তাকে। এর এক সপ্তাহ পরেই ক্যাটরিনা কাইফের একটি ছবি একই রকমভাবে ভাইরাল হয়। এবার আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজলের।

প্রযুক্তি যেমন দিনদিন আমাদেরকে উন্নতির দিকে ধাবিত করছে, ঠিক তেমনি বিপদের মুখেও ফেলছে। ইতোমধ্যে অভিনেত্রী কাজলের ডিপফেক ওই ভিডিওটি নিয়েও তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে।

ওই ভিডিওতে দেখা যায়, কাজল পোশাক পরিবর্তন করছেন। মূলত ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই ওই ভিডিওটি বানানো হয়েছে। যদিও মূল ভিডিওটি একজন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের। আসল ভিডিওটি 'গেট রেডি উইথ মি' ট্রেন্ডের একটি ভিডিও ছিল, যা গত ৫ জুন টিকটকে আপলোড করা হয়েছিল। সেই ভিডিওটিতে কাজলের মুখ এডিট করে বসানো হয়েছে। তবে ভিডিওটি নেটমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া মাত্রই ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করছেন কাজলের ভক্তরা। রাশমিকার মতো আইনি ব্যবস্থা নিতে অনুরোধও জানান অভিনেত্রীকে। যদিও এই ভিডিও প্রসঙ্গে এখনও মুখ খোলেননি কাজল।

তবে রাশমিকার ডিপফেক ভিডিও নিয়ে মামলার পর তদন্তে মাঠে নেমেছে পুলিশ। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। পাশাপাশি সব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরমকে অভিযোগ দায়েরের ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে এ ধরনের কনটেন্ট সরানোর কথা বলা হয়েছে।

তবে কি রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন মাধুরী দীক্ষিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এখন অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতে নাম লেখাচ্ছেন অনেক তারকাই। এবার নাকি রাজনীতিতে নাম লেখাতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অভিনেত্রীর প্রার্থী হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ভারতের লোকসভা নির্বাচনে নাকি নিজের রাজনৈতিক ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে চান মাধুরী। মূলত এ কারণেই দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতাদের সংস্পর্শে রয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে আসন্ন নির্বাচনে নর্থ মুম্বাই অথবা উত্তর-পশ্চিম মুম্বাই আসন থেকে মাধুরীকে টিকিট দেওয়া হতে পারে। ইতোমধ্যে নির্বাচনে লড়াইয়ের বিষয়ে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, বিজেপি নেতা আশিস সেলার, এনসিপি নেতা প্রফুল প্যাটেলের সঙ্গে নাকি কথাও বলেছেন মাধুরী। এমনকি চলতি বিশ্বকাপে ওয়াংখেড়েতে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনাল ম্যাচে গ্যালারিতে পাশাপাশিই বসেছিলেন আশিস-মাধুরী। এসব কারণে জল্পনা আরও বেড়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে মুখ খোলেননি মাধুরী।

এর আগে, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন মাধুরী। তারপরই চারদিকে অভিনেত্রীর রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে। যদিও পরে বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি।

বলিউডে দীর্ঘদিন টিকে থাকার রহস্য জানালেন কারিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শোবিজে একটি কথা প্রচলতি রয়েছে, 'নায়িকাদের গ্লামার ক্ষণস্থায়ী'। কিন্তু এ কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন বলিউড নায়িকা কারিনা কাপুর খান।

বলিউড নায়িকাদের তালিকায় দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন কারিনা কাপুর খান। শীর্ষ সুপারহিট নায়িকাদের মধ্যে অনেক বছর ধরেই রয়েছে করিনার নাম। প্রায় ২০ বছর তিনি দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন বলিউডে।

একদিকে তার অভিনয় অন্যদিকে তার ঘর-সংসার ব্যক্তিগত জীবন, সব নিয়েই কারিনা খবরের শিরোনামে থাকেন। তিনি বেশ স্পষ্টভাষী, ফলে কোনো সাক্ষাৎকারের পরই কারিনার বক্তব্যগুলো নিয়ে দারুণ আলোচিত হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

প্রথমে কফি উইথ করণের তার নানা বক্তব্য এবং পরে দ্যা ডার্টি ম্যাগাজিনে তার সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে বিভিন্ন অজানা তথ্য। সাইফ আলি খানের সঙ্গে তার বিয়ে থেকে নিজের চেহারা এবং আচরণ সম্পর্কেও কথা বলেছেন। এর পাশাপাশি কীভাবে তিনি এত বছর ধরে হিন্দি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে দর্পের সঙ্গে টিকে রয়েছেন তাও জানা গেল কারিনার কাছ থেকেই।

'দ্যা ডার্টি' ম্যাগাজিনের সঙ্গে আলাপচারিতায় কারিনা বলেছিলেন যে অন্যান্য অভিনেত্রীদের মতো তিনিও প্রচুর পরিশ্রমী। তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি মানুষকে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব খুঁজে বের করতে হবে।

কারিনা বলেন, 'এখন খবরে থাকার জন্য, অভিনেতাদের কিছু না কিছু বিতর্কিত কথা বলতেই হয়। তিনি তা কখনোই পারবেন না। আমি শুধু মুখ বন্ধ রাখি। বিশেষ কিছু বলতে চাই না। না হলে এতদিন টিকতে পারতাম না। এ প্রতিযোগিতা, এই চাপ, এই সৌন্দর্য ধরে রাখার চেষ্টা এত কিছুর পর বেশি কথা বললে আমি কোথায় হারিয়ে যেতাম। এখন প্রচুর অভিনেতা আসছেন, তাদের সবার সঙ্গে লড়াই রয়েছে। তবে আমার যতটা কাজ করার আমি করেছি।'

কারিনা আরও জোর দিয়েছিলেন যে বিষয়তে সেটা হলো নিজেকে নিজের মতো করে খুঁজে নিতে হবে, নিজের ব্যক্তিত্বকে খুঁজে বের করতে হবে। নিজেকে এমনভাবে অন্যদের থেকে আলাদা রাখতে হবে যে সবসময় আপনার দর থাকবে। তা না হলেই আপনার বাজার শেষ বলে মনে করেন কারিনা।

কারিনার ২০০০ সালে 'রিফিউজি' সিনেমা দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয়। এরপর তিনি 'কাভি খুশি কাভি গাম', 'চামেলি', 'ওমকারা', 'জব উই মেট', 'তালাশ', 'উড়তা পাঞ্জাব', 'থ্রি ইডিয়টস', 'বডিগার্ড', 'বজরঙ্গি ভাইজান', 'বীরে' সিনেমায় অভিনয় করেছেন।

এছাড়াও কারিনা কাজ করেছেন 'লাল সিং চাড্ডা' সিনেমায়। এখন আগামী দিনে হনসল মেহতার 'দ্য বাকিংহাম মার্ডারস'-এ দেখা যাবে কারিনাকে। এটি সম্প্রতি বিএফআই লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রিমিয়ার হয়েছিল।

অন্যদিকে টাবু, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং কৃতি স্যাননের সঙ্গে 'দ্য ক্রু'-এও দেখা যাবে কারিনাকে। আগামী বছর ২২মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এ সিনেমা।

প্রস্তুতি নিয়েও মুক্তি পেছাল ক্যাটরিনার 'মেরি ক্রিসমাস'র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। চলতি বছরের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল তার নতুন সিনেমা 'মেরি ক্রিসমাস'। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন শ্রীরাম রাঘবন। এতে দক্ষিণী তারকা বিজয় সেতুপতির সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন ক্যাটরিনা। তবে সকল প্রস্তুতি নিয়েও পিছিয়ে গেল সিনেমাটির মুক্তি।

চলতি বছর ক্যাটরিনার জন্মদিনের পরেই নেটমাধ্যমে সিনেমাটির পোস্টার প্রকাশের পর থেকেই অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন অভিনেত্রীর দর্শক ও অনুরাগীরা। সিনেমায় ক্যাটরিনা-বিজয় ছাড়া আরও দেখা যাবে অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তেকেউ।

সিনেমার নামের সঙ্গে মিল থাকায় চলতি বছর বড়দিনে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 'মেরি ক্রিসমাস'র। কিন্তু নতুন খবর চলতি বছরের ডিসেম্বরে নয়, আগামী জানুয়ারিতে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

জানা গেছে, আগামী ১৫ ডিসেম্বরে 'মেরি ক্রিসমাস' সিনেমাটি মুক্তির ঘোষণা করার পর ক্যাটের উপর খেপেছিলেন করণ জোহর। কারণ সিদ্ধার্থ মালহোত্রার 'যোদ্ধা' সিনেমার মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ডিসেম্বরেই।

এটা আগে থেকে জানা সত্ত্বেও একই সময়ে ছবিমুক্তির তারিখ নির্বাচন করার জন্য ইঙ্গিতে ক্যাটরিনাকে কটাক্ষও করেছিলেন করণ। পরে অবশ্য প্রতিযোগিতা এড়াতে নিজেই 'যোদ্ধা'র মুক্তির তারিখ পিছিয়ে ২০২৪ সালের ১৫ মার্চ ঠিক হয়েছে সিনেমা মুক্তির তারিখ।

দক্ষিণ আফ্রিকার

'চোকার' হয়ে ওঠার ইতিহাস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রতি বিশ্বকাপেই প্রবল শক্তিমত্তা নিয়ে বিশ্বকাপের আসরে হাজির হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। মনে হয়, এবারেই যেন পূর্বের দুঃখগুলো ঘোচানোর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে প্রোটিয়ারা। শেষ পর্যন্ত 'চোকার' ট্যাগ আরও বেশি আপন করে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয় তাদের।

সেরা ব্যাটার, দুর্দান্ত বোলার-অলরাউন্ডার নিয়ে খেলতে এসেও এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। অশ্রুসিক্ত চোখে বারবার বিদায় নিতে হয়েছে সেমিফাইনাল থেকে।

ভারত বিশ্বকাপে এসেই তুলকালাম কাণ্ড করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রতিপক্ষের বোলারদের তুলোধুনো করে বিশ্বকাপের রেকর্ডবই তছনছ করেছে তারা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪২৮ রান করে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেছিল প্রোটিয়ারা।

চলতি বিশ্বকাপে দাপটের সঙ্গে খেলে সেমিফাইনালে উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে এবারও নিজেদের দুঃখ ঘোচাতে পারেনি তারা। আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩ উইকেটে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে প্রোটিয়াদের।২৪ বছর পর এসেও অসিদের বিপক্ষে হারের প্রতিশোধ নিতে পারেনি তারা। ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ২১২ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ব্যাট করতে ১৬ বল আর ৩ উইকেট হাতে রেখে সহজ জয় তুলে নেয় অসিরা। ফলে আরও একবার প্রোটিয়াদের সঙ্গী হলো চোখের পানি।

এর আগেও যেভাবে সেমিফাইনালে এসে স্বপ্ন ভেঙেছে দক্ষিণ আফ্রিকার-

২০১৫ বিশ্বকাপ

আসরের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বৃষ্টিবিঘ্নিত ওই ম্যাচটি জিততে হলে ২ বলে ৫ রান দরকার ছিল নিউজিল্যান্ডের। স্ট্রাইকে তখন গ্রান্ট ইলিয়ট। প্রথম বলেই ডেল স্টেইনকে ছক্কা মারলেন ইলিয়ট। কিউইরা যখন ফাইনালে যাওয়ার আনন্দে উন্মাদ তখন হাশিম আমলা, ফ্যাফ ডু প্লেসি ও অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্সের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

অকল্যান্ডের ইডেন পার্ক ওদিন ভিলিয়ার্স-ডেল স্টেইনদের চোখের পানিতে ভেসে গিয়েছিল। টিভির স্ক্রিনও যেন সেদিন ভিজে গিয়েছিল। চোখ মুছতে মুছতে মাঠ ছেড়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা। ওই ম্যাচে একটি ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলেন ভিলিয়ার্স। অথচ এই ডানহাতি মারকুটে ব্যাটার ওই বিশ্বকাপের সেরা পারফরমার ছিলেন।

১৯৯৯ বিশ্বকাপ

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। যুক্তরাজ্যের এজবাস্টনে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ২১৩ রান করে অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হাতে ১ উইকেট আর ৩ বল হাতে রেখে ম্যাচ ড্র করে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার জিততে হলে ৩ বলে দরকার ১ রান!

স্ট্রাইকে তখন ১৬ বলে ৩১ রান করা অলরাউন্ডার ল্যান্স ক্লুজনার। অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন অ্যালান ডোনাল্ড। প্রথম বলে রান নেওয়ার জন্য পিচ থেকে বেরিয়ে গিয়েও ফেরত এসেছেন ডোনাল্ড। অল্পের জন্য রানআউট থেকেও বেঁচে যান তিনি।

পরের বলটি খেলেই ক্লুজনার দৌড় দিতে বলেন ডোনাল্ডকে। কিন্তু বাংলাদেশ দলের সদ্যবিদায়ী বোলিং কোচ ডোনাল্ডের পা যেন তখন মাটির সঙ্গে আঠা দিয়ে লেগে গিয়েছিল। তিনি দৌড় দিতে গিয়ে হাত থেকে ব্যাটও ফেলে দিয়েছিলেন। ক্লুজনার ননস্ট্রাইক প্রান্তে চলে এলেও ডোনাল্ড সময়মতো স্ট্রাইকপ্রান্তে পৌঁছাতে পারেননি; যে কারণে রানআউট হয়ে যান।

ম্যাচ ড্র হলেও আসরে সুপার সিক্সের খেলায় পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে থাকার কারণে ফাইনালে চলে যায় অস্ট্রেলিয়া। বুকভরা কষ্ট নিয়ে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা।

১৯৯২ বিশ্বকাপ

ক্রিকেটের নতুন সংস্করণ বলা যেতে পারে। কারণ ওই আসরে প্রথমবারের মতো ক্রিকেটারদের গায়ে রঙ্গিন পোশাক আর হাতে সাদা বল দেওয়া হয়েছিল। ২২ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে এসেই সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের প্রতিপক্ষ সেবার ইংল্যান্ড। ওই ম্যাচে মূলত বৃষ্টির কাছেই হেরে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে আগে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪৫ ওভারে ২৫৩ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ইংল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভালোই খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। যখন প্রোটিয়াদের ১৩ বলে ২২ রান প্রয়োজন তখনই ম্যাচে ফের হানা দেয় বৃষ্টি।

বৃষ্টি থামার পর ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে ৭ বলে ২২ রানের নতুন লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত কিছুক্ষণ পরই বদলে ফেলা হয়। পরে বলা হয়, জিততে হলে ১ বলে ২২ রান করতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। যা কি না অসম্ভব।

এরপর ক্রিকেটবিশ্বে বৃষ্টি আইনের ব্যাপক সমালোচনা করা হয়। অনেক ক্রিকেটপ্রেমী এই পদ্ধতি নিয়ে উপহাস করেন। কিন্তু সেই সমালোচনাও দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফাইনালে তুলতে পারেনি।

আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ের ফুটবলারদের হাতাহাতি, বিরক্ত মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টাইন ক্ষুদে জাদুকর লিওনেল মেসি ও উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেজের বন্ধুত্বের কথা কারোর অজানা নয়। ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই বন্ধু ও তাদের দেশ। তবে এই ম্যাচে ঘটেছে অপ্রীতিকর এক ঘটনা। হাসি মুখে শুরু হওয়া ম্যাচটি ফাউল-ধাক্কাধাক্কি আর হাতাহাতির মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচের ১৯তম মিনিটে। ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর সঙ্গে ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহোর কথা কাটাকাটি হয়। এরপর উগারতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয় রদ্রিগোর। এ ঘটনায় ম্যাচও কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। তবে রেফারির হস্তক্ষেপে তা খুব বেশি দূর গড়ায়নি। তবে মিনিট দুই ব্যবধানে বক্সের ভেতরে মেসিকে ফাউল করা হলে আবারও ছড়ায় উত্তেজনা। তখনো উগারতের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি চলে রদ্রিগোর।

এতে ম্যাচ শেষে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মেসির মন্তব্য, এই ফুটবলারদের আরও শিখতে হবে।

মেসির ভাষ্য, আক্রমণাত্মক আবহটা স্বাভাবিক। বাছাইপর্বে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে এমনটাই হয়। ওই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি নিয়ে যা ভাবছি, সেটা বলতে চাচ্ছি না। প্রতিপক্ষকে কীভাবে সম্মান করতে হয়, সেটা তাদের সিনিয়রদের কাছে শিখতে হবে। এ ম্যাচে সব সময় আক্রমণাত্মক আবহ থাকে, কিন্তু সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাদের আরও কিছুটা শিখতে হবে।

কাতার বিশ্বকাপে শিরোপা উল্লাসের পর রীতিমতো উড়ছিল আর্জেন্টিনা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জয়রথ ধরে রেখেছিল মেসিরা। দুটি প্রীতি ম্যাচের পর ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের চার ম্যাচে টানা জয় ছিনিয়ে নেয় তারা। তবে এবার উড়তে থাকা আর্জেন্টাইনদের মাটিতে নামিয়ে এনেছে উরুগুয়ে। লা বোম্বেনেরা স্টেডিয়ামে উরুগুয়ের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে স্বাগতিক আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচে হারলেও লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে আর্জেন্টিনা। ৫ ম্যাচে ৪ জয়ে ১২ পয়েন্ট মেসিদের। ১০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উরুগুয়ে। তিনে থাকা কলম্বিয়ার পয়েন্ট ৯। পাঁচ ম্যাচে দুই জয় এবং এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পঞ্চম স্থানে ব্রাজিল।

আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের হারের দিনে

রোনালদোর জয়োৎসব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে একইদিনে হারের তিক্ত স্বাদ পেয়েছে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা। কলম্বিয়ার মাঠে ২-১ গোলে পরাস্ত হয় সেলেসাওরা। লা বোম্বেনেরা স্টেডিয়ামে উরুগুয়ের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে স্বাগতিক আর্জেন্টিনা। তবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর হারের দিনে পুঁচকে লিখটেনস্টেইনের বিপক্ষে জয়োৎসব করেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল।

ইউরো ২০২৪-এর মূলপর্ব আগেই নিশ্চিত করেছিল পর্তুগিজরা। তাই বাকি ম্যাচগুলো এখন কেবল নিয়মরক্ষার। তবে এই ম্যাচেও পূর্ণশক্তির একাদশই সাজালেন কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। পুঁচকে দলটির বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সাবেক ইউরো চ্যাম্পিয়নরা।

এদিন গোলের দেখা পেয়েছেন দলের সবচেয়ে বড় তারকা রোনালদো। এ নিয়ে টানা তিন ম্যাচে গোল উৎসব করলেন সিআর সেভেন। দলের হয়ে অন্য গোলটি করেছেন বার্সেলোনার তরুণ তারকা জোয়া ক্যানসেলো।

রেইনপার্ক স্টাদিওনে গোলশূন্য প্রথমার্ধে বিরতিতে যায় উভয় দল। তবে বিরতি থেকেই ফিরেই ম্যাচের ৪৬তম মিনিটে দলে এগিয়ে দেন রোনালদো। পূর্ণশক্তির একাদশই দিয়োগো জোটার থ্রুয়ে বাঁ-পায়ের কোণাকুণি শটে লক্ষ্যভেদ করেন ৩৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।

এ নিয়ে চলতি বাছাইয়ে তার গোল সংখ্যা দাঁড়াল ১০-এ। আর পর্তুগিজদের জার্সিতে গোলসংখ্যা দাঁড়ালো ১২৮। সবমিলিয়ে এখন তার গোল ৮৬৫টি।

এরপর ম্যাচের ৫৭তম মিনিটে লিড বাড়ান জোয়াও ক্যানসেলো। স্বাগতিক গোলরক্ষককে পরাস্ত করে জাল খুঁজে নেন ২৯ বছর বয়সী ফুটবলার।

শেষ পর্যন্ত পর্তুগালকে আর কোনো বেগ পোহাতে হয়নি। ইউরো বাছাইয়ে ৯ ম্যাচে পর্তুগিজদের এটি নবম জয়।

বিশ্বকাপের সেরা একাদশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের বাকি আর ৩ ম্যাচ। লিগ পর্বের বিশাল ক্রিকেটযজ্ঞ শেষে এখন বাকি আর তিন ম্যাচ। দুই সেমিফাইনাল আর ফাইনালের মহারণ শেষে নির্ধারিত হবে ক্রিকেট বিশ্বের নতুন রাজাদের নাম। আগের আসরের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড এরইমাঝে ছিটকে গিয়েছে, তাই নতুন এক চ্যাম্পিয়ন দেখতে যাচ্ছে ক্রিকেট বিশ্ব, সেটা পুরোপুরি নিশ্চিত। আর সেমিফাইনালের আগেই বিশ্বকাপের সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট।

দেশটির অফিসিয়াল এই বিশ্বকাপ একাদশে অধিনায়ক করা হয়েছে ভারতের বিরাট কোহলিকে। একাদশে ভারতের সর্বোচ্চ ৪ জন জায়গা পেয়েছেন। দক্ষিণ আফিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার আছে ৩ জন করে। বাকি একজন নিউজিল্যান্ডের। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এই একাদশে ১২তম খেলোয়াড় শ্রীলঙ্কার। নেই কোন বাংলাদেশি।

দলের ওপেনার হিসেবে আছেন কুইন্টন ডি কক এবং ডেভিড ওয়ার্নার। দুজনেই আছেন বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তালিকার সেরা পাঁচে। ৯ ম্যাচে ডি ককের রান ৫৯১। গড় ৬৫ এর বেশি। আর ওয়ার্নারের ব্যাট থেকে ৫৫ গড়ে এসেছে ৪৯৯ রান। রোহিত শর্মার জায়গা তাই হয়নি এই দলে।

ওয়ানডাউনে জায়গা পাচ্ছেন রাচিন রবীন্দ্র। এবারের বিশ্বকাপে দুর্দান্ত সময় পার করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই কিউই ক্রিকেটার। ৯ ম্যাচে ৫৬৫ রান করেছেন। ২৩ বছরের আগে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন এই কিউই ক্রিকেটার। চারে রাখা হয়েছে বিরাট কোহলিকে। এই স্কোয়াডের অধিনায়কও তিনি।

৯৯ গড়ে করেছেন ৫৯৪ রান। ৩ হাফসেঞ্চুরি আর ২ সেঞ্চুরি তার নামের পাশে। এই বিশ্বকাপে রানতাড়ায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেছেন কোহলি। ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডও এই আসরে নিজের করে নিয়েছেন কোহলি। পার্টটাইম বোলিং করে একটি উইকেটও নিজের নামে যুক্ত করেছেন।

বিশ্বকাপে দুইবার দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড হয়েছে। সেই দুই সেঞ্চুরিয়ান এইডেন মার্করাম আর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আছেন এই তালিকায়। মাঝের ওভারে দ্রুত রান তুলতে তাদের জুড়ি মেলা ভার। এর মাঝে ম্যাক্সওয়েল বোলিংয়েও নাম কুড়িয়েছেন। মিডল অর্ডারে এই দুজনের নাম তাই অবধারিতই ছিল।

পেস বোলিং অলরাউন্ডার এবং স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার স্লটে আছেন জানসেন এবং রবীন্দ্র জাদেজা। দক্ষিণ আফ্রিকার জানসেন ৮ ম্যাচে ১৭ উইকেট পেয়েছেন। করেছেন ১৫৭ রান। আর জাদেজা বেশ আগে থেকেই পরীক্ষিত ক্রিকেটার। ১৬ উইকেটের সাথে বেশ কিছু কার্যকরী ইনিংস ছিল তার।

বোলিংয়ে দুই ভারতীয় পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ এবং মোহাম্মদ শামির জায়গা পাওয়া একেবারেই নিশ্চিত ছিল। দুজনেই ছিলেন ফর্মের তুঙ্গে। আর স্পিনার হিসেবে অ্যাডাম জাম্পা জায়গা পেয়েছেন একাদশে। বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীও এখন পর্যন্ত এই অজি তারকা।

ইয়ামালের গোলের দিনে

স্পেনের সহজ জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জর্জিয়ার বিপক্ষে গোল করে নিজের আন্তর্জাতিক অভিষেক ম্যাচ রাঙিয়েছিলেন বিস্ময় বালক লামিন ইয়ামাল। এবার সাইপ্রাসের বিপক্ষেও গোল করেছেন বার্সেলোনার ১৬ বছর বয়সী উইঙ্গার। এদিন জোসেলু ও মিকেল ওইয়ারজাবালও জালের দেখা পেয়েছেন। এতে বৃহস্পতিবার রাতে ৩-১ গোলের সহজ জয় পেয়েছে স্পেন।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য বজায় রাখে স্প্যানিশরা। সাফল্য পেতেও খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। ম্যাচের পঞ্চম মিনিটেই দলকে লিড এনে দেন লামিন ইয়ামাল।

এরপর ম্যাচের ২২তম মিনিটে লিড দ্বিগুণ করেন ওইয়ারজাবাল। গ্রিমালদোর বাড়ানো পাসে কোনাকুনি শটে জাল খুঁজে নেন তিনি।

এর মিনিট পাঁচেক পরেই আবারও গোল উৎসবে মাতে স্প্যানিশরা। ওইয়ারজাবালের কর্নার থেকে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড ভাসান হোসেলু।

ম্যাচের বাকি সময় আধিপত্য ধরে রাখলেও ম্যাচের ৭৫তম মিনিটে ব্যবধান কমায় সাইপ্রাস। শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানের সহজ জয়ে মাঠে ছাড়ে ২০১০ বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

এই জয়ে ৭ ম্যাচে ৬ জয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের শীর্ষে স্পেন। একই গ্রুপে সমান ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে স্কটল্যান্ডও মূলপর্বের টিকিট পেয়েছে। অন্যদিকে ৮ ম্যাচের সবকটিতে হেরে বাছাই শেষ করল সাইপ্রাস।

শাহিনকে অধিনায়ক করতে

প্রভাব খাটানোর অভিযোগ অস্বীকার শহিদ আফ্রিদির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বাবর আজমের পদত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পরেই পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবে শাহিন শাহ আফ্রিদির নাম ঘোষণা করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এরপরই বাঁহাতি এই পেসারের অধিনায়ক হওয়ার পেছনে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শহিদ আফ্রিদির প্রভাব আছে বলে অভিযোগ উঠে।

শহিদ আফ্রিদি সম্পর্কে শাহিন আফ্রিদির শ্বশুর। এজন্যই গুঞ্জনটা আরও বেশি ডালপালা মেলেছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় শাহিনকে অধিনায়ক করতে প্রভাব খাটিয়েছেন শহিদ আফ্রিদি।

তবে শাহিনকে অধিনায়ক করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আলোচনা, প্রচেষ্টা ও পরামর্শে অংশ নেওয়ার বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করেছেন শহিদ আফ্রিদি।

স্থানীয় একটি নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি বলেন, 'আমি সবসময় মোহাম্মদ রিজওয়ানকে পছন্দের তালিকায় রেখেছিলাম। আমি শপথ করে বলছি, শাহিনকে অধিনায়ক বানানোর জন্য কখনো কোনো আলোচনা করিনি, এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের লবিং করিনি। আমি এসব বিষয়ের সাথে জড়িত না। এটি আমার করার দরকার নেই, আমি এসব পছন্দও করি না।'

আফ্রিদি যোগ করেন, 'আমি বলেছি, বাবরকে নেতৃত্ব থেকে সরানো উচিত হবে না। আমি শাহিনকে অধিনায়কত্ব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম। এটি হওয়ার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত অধিনায়কের সাথে সেটিই ঘটেছে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR